যুগান্তর

তারিখ ... 26 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৫...

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা ছাত্রলীগ নেতাসহ আটক ৬

বরিশাল ব্যুরো

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রে জ্যামার অচল করে প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয় সদস্যের একটি চক্রকে আটক করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সিআইডির মোস্ট ওয়ান্টেড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রও রয়েছেন। শনিবার সকাল ৭টায় বরিশাল নগরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আরশেদ আলী কন্ট্রাক্টর গলির নাহার ম্যানশনে ভাড়াটিয়া মুয়ীদুর রহমানের বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়। মুয়ীদ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আটকরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র যশোরের মো. মারুফ হোসাইন মারুফ, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এবং পটুয়াখালীর আলমগীর হোসেন শাহীন, গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও পটুয়াখালীর বাসিন্দা মাহামুদুল হাসান আবিদ, গলাচিপা ডিগ্রি কলেজের

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা ছাত্রলীগ নেতাসহ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মানবিক শাখার তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সাব্বির আহম্মেদ প্রীতম, মোহাম্মদপুর ডিগ্রি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাকিব আকন ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুয়ীদুর রহমান। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য হলেন আলমগীর হোসেন স্বপন ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সিআইডির মোস্ট ওয়ান্টেড মারুফ হোসাইন মারুফ। অভিযানে আটকদের কাছ থেকে পাঁচটি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ব্লুটুথ ইন্ডাকশন (ইয়ারফোন), পাঁচটি এটিএম কার্ডের মতো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস (এন্টি জ্যামার), প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাজে ব্যবহৃত ১১টি মোবাইল ফোন ও ১৩টি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়।

দুপুরে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কমিশনার এসএম রুহুল আমিন বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ডিভাইসের মাধ্যমে উত্তরপত্র সরবরাহ করার জন্য এরা বরিশালে অবস্থান করছিল। এ সময় গোয়েন্দা পুলিশের এসআই আশীষ পালের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করলে তাদের আটক করা হয়। তারা এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ সারা দেশে এ ধরনের কাজ করে আসছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পুলিশ কমিশনার বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র ফাঁসের চেষ্টায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার মো. নাসির উদ্দিন মল্লিক জানান, আটকদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ২৩ নভেম্বর সকালে ঢাকা থেকে বরিশালে লঞ্চযোগে আসে।